প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন—১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যিনি

"তিরস্কার পুরস্কার
কলঙ্ক কণ্ঠের হার"

করিয়াও বাঙ্গালায় নাটক ও নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ও
পুষ্টিসাধনে রঙ্গালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—

যিনি

"শ্রীচৈতন্য "বুদ্ধ" "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতির মুখে ভক্তিরসের বন্যা বহাইয়া বঙ্গ-নাট্যশালার বক্ষ শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ দেবের পূত পদরজ-রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন;—সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে—

"বিদ্যাপতি"

পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির সহিত অর্পিত হইল।

দীন ভক্ত—যতীন্দ্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বহু অর্থ ব্যয়ে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের

আযোজন করিয়া শ্রদ্ধেয় সুহৃদ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ, মহাশয়—

এবং

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ক্ষুদ্রতম অংশাদি গ্রহণ করিয়া মিনার্ভার খ্যাতনামা

প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এবং যথাযোগ্য

কলাকুশলতা সংযোগে সঙ্গীত ও দৃশ্য শিল্পীগণ—

সর্ব্বোপরি পুস্তক সম্বন্ধে নানাপ্রকার

সদুপদেশ প্রদান করিয়া

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ,

নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায

প্রমুখ মহোদযগণ গ্রন্থকারকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে

বদ্ধ করিয়াছেন।

পরিচয়।

পুরুষ।

শিবসিংহ	...	...	মিথিলার রাজা।
বিদ্যাপতি	...	...	(ঐ বন্ধু বৈষ্ণব মহাকবি)
উগ্রশর্ম্মা	...	...	ঐ গুরু।
কানু	...	...	অনাথ বালক।

দিল্লীশ্বর, মন্ত্রী, উজির, কোতোয়াল, পারিষদগণ, বরকন্দাজগণ, রক্ষিগণ, ঘাতক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পদ্মাবতী	...	..	মিথিলার রাণী (প্রথমা)
লছিমা	...	...	ঐ (দ্বিতীয়া)
তন্বী	...	...	ঐ সখী।
কিশোরী		...	অনাথা বালিকা।

গোপিণীগণ, পুরস্ত্রীগণ, রমণীগণ, ইত্যাদি।

"বিদ্যাপতি"

শনিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল,

মিনার্ভা থিয়াটারে প্রথম অভিনীত হয়।

পরিচালকগণ।

সত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
সঙ্গীতাচার্য্য—	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাকচী সরস্বতী।
নাট্যাচার্য্য	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, বি-এল।
ঐ সহকারী	শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (এমেচার)
সহকারী সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ পাল।
নৃত্যশিক্ষক	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।
বংশীবাদক	শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।
পিযানো বাদক	শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায।
সঙ্গতকারক	শ্রীযুক্ত স্মুটবিহারী মিত্র।
সহকারী ঐ	শ্রীযুক্ত হরিপদ বসু।
স্মারক	শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দে।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু।
ঐ সহকারী	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

ঘাতক	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, বি-এল।
দিল্লীশ্বর	শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (এমেচার)

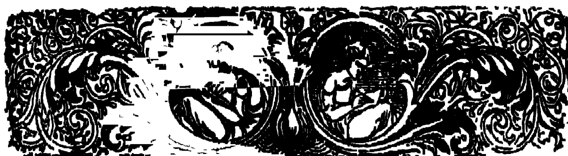
শিব সিংহ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যাপতি	শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
উগ্রশর্ম্মা	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।
মন্ত্রী	শ্রীযুক্ত হরিদাস দে।
কানু	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
পদ্মা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
লছমী	শ্রীমতী সুভাষিণী।
তন্বী	শ্রীমতী সুশীলাবালা।
কিশোরী	শ্রীমতী বেণুবালা।

প্রস্তাবনা।

বসন্ত-কালোচিত পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান। ধেনু, শিখী, কোকিল প্রভৃতির চিত্তবিনোদন-ভাব-বৈষম্যময় সমাবেশ। দোলমঞ্চোপরি শ্রীশ্রীভগবানের মনোহর মূর্ত্তি, পদতলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি তন্ময়-চিত্তা ভাববিহ্বলা শ্রীরাধিকা। নিম্নে গোপিনীগণ—আত্মহারা।

গীত।

আজি দোলত শশধর দোলমঞ্চ'পর,—
আবির-রাগ শ্রীঅঙ্গে।
দোলত পদতলে জিনি শত শতদলে—
শ্রীমতী গোপিনী সঙ্গে।
পুলকে পরাণ নাচে—
বিমল রূপধারা পরাণে তুফান তুলি,
নেয় টেনে তাহারি কাছে;
আজি শকতি ভকতি সঙ্গে,
ভেদাভেদ নাশি, হাসি মিলাইল—
সকল বিবাদ-ভঙ্গে।
আদি অনাদিক ব্রহ্মা মহেশ্বর—
চরণে লুটায়ে দিবানিশি,
অনন্তরূপে জনমি মরিছে পুন—
অনন্তে চলিছে ভাসি;
যেমতি সাগর তরঙ্গে—
সাগরে জনমি পুন মিলিছে সাগর-অঙ্গে।



বিদ্যাপতি।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

লছিমা দেবী ও তন্বী।

গীত।

লছিমা। (সখি) দীরঘ বরষ মাস দিবস যামিনী
গোঁয়াইনু অলস আবেশে অবহেলি।
আপন হইতে অতি আপন রতনে—
পর ভাবিয়া দূরে ফেলি॥
সখিরে!—
জীবন-নন্দনে মরু-তাপ জালিনু
অনুতাপে দহিতে নিরত।
কত পুণ ভাগে দুলভ জনম লভি
মায়া মোহে রহিনু সতত॥

তন্বী। ছি সই! কেন এই করুণ গান তোমার? মিথিলার অধীশ্বর শিবসিংহ-সীমন্তিনী তুমি, লক্ষ প্রজার পূজার দেবী তুমি, স্বয়ং রূপ-নারায়ণ-পদাঙ্কিত মহারাজাধিরাজ তোমার আজ্ঞাকারী—, কিসের অভাব তোমার সখি, যার জন্ত সকালে সন্ধ্যায়, দুপুরে নিশীথে, উৎসবে আরামে, শরতে বসন্তে—অহরহ কেবলই ঐ এক করুণ গান গেয়ে বেড়াও সই?

লছিমা। সখি, নাহি জানি কি দিব উত্তর!
তুচ্ছ নারী আমি, ক্ষুদ্রতম লতিকার প্রায়
নিরাশ্রয় সংসার মাঝারে;
কীট হতে হীনা—ক্ষীণ-প্রাণা নগণ্যা রমণী—
এ প্রশ্নের না জানি উত্তর।
অনাদি অনন্ত সেই অব্যক্তেব আশে—
কেন প্রাণ কাঁদে হাহাকাবে,
বর্ণিবারে সেই প্রহেলিকা,
গণপতি হয় পরাজিত,
* টুটে যায ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মার,
শিব করে অশিবে আশ্রয়—
অনন্তেব অন্ত নাহি পেয়ে।
কেবা আমি, কেবা সেই জন,
কিবা প্রয়োজন সাধনের তরে
প্রেরিলেন মোরে—
এ বিরাট মায়া রঙ্গমঞ্চে; -
জটিল রহস্য ভাবি,
দিবানিশি ভেসেছি সজনি

ভাবনার অতল সলিলে।
অবশেষে বিফলে চকিতে
আঁখি মেলি দেখেছি সজনি,—
ভাবনার যেই বিন্দু হতে
ভেসেছিনু ভাবনা-সাগরে,
সেই বিন্দুপরে আসি ঠেকিয়াছি পুন,—
সমস্যার সমাধান তিল নাহি হলো!

তন্বী। হাসালে সখি! রাত দিন ঐ কবিতার ছন্দে অর্থহীন ঝঙ্কার—এসব কি তোমার সাজে? ডাগর ডোগর রসের নাগর টোপর মাথায় দিয়ে, মাথায় করে নিয়ে এলেন এই ফুটফুটেপদ্মফুলটি ঘরে।—আর তুই কিনা আজ এই হোরির দিনেও তোর বেসুরো কাঁদুনী ছেড়ে—একটু মিষ্টি হাসি হেসে বেচারীর আঁধার গণ্ডে পদ্মরাগ ফুটিয়ে তুলতে পারলি না? ধিক তোর নারীজন্মে।

লছিমা। নহে সখি একবার,
শতধিক জীবনে আমার।
দুর্লভ রমণী-জন্ম লভিয়া ভুতলে,
যে অবলা বনমালা
না পরাল বনমালী গলে,
কি ভাষে ভৎর্সিতে হয়
ঘৃণ্য সেই বিফলা বালায়—
জগতের ভাষা সখি,
পরাজিত সে ভাষা গড়িতে।
ওই সখি, নিবিড় নীলিমা ভেদি—

হের চূড়া হরি-শির পরে,—
,শুন সখি কোকিল কূজনে,
বাঁশরী বয়ান—পঞ্চমে তুলিয়া তান—
আকুলে অহ্বানে ওই—
পাপী, তাপী, দীন অভাজনে—
জ্বালাহীন অমৃতের দেশে !
দাঁড়াও দাঁড়াও সখা,
দাসীরে ফেলিয়া একা মোহ অন্ধকারে—
যেওনা যেওনা পরিহরি।

নাচিতে নাচিতে কানু ও কিশোরী—ফুল সাজে

গীত।

শুনলো রাজার ঝি—
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
একাজ করিলি কি ?
বেলি অবসান কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে,—
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখির গলে।
দেখায়্যা বদন চান্দে—
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে,
তাহে হৃদয় দরশি থোড়ি—
মন করিলি চোরি ;
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি
কানু জিয়াবে কি করি।

তন্বী। এই যে এসেছ. মাণিক জোড়! এতক্ষণ ভাবছিলেম যে হাড় জ্বালাতে এখনো যুগল মূর্ত্তি হাজির হচ্ছেন না কেন!

কানু। হাড় জ্বালিয়ে মাস জ্বালিয়ে প্রাণ জ্বালিয়ে চোর—
রাইকে ছেড়ে চন্দ্রার কুঞ্জে রাতি করে ভোর।

কিশো। তাই বৃন্দে কাঁদে মনের খেদে—দুঃখের নাইক ওর।

তন্বী। চুপকর হতচ্ছাড়া, চুপকর ছুঁড়ী! যা, বেশী বক্‌বি ত ফুলের মালা ছিঁড়ে দূর করে তাড়িয়ে দোব বলছি।

কানু। রাগ করনা বৃন্দে দূতী, ফুলের মালা দেখে—
জানি সখি, পাঁচ ফুলের বাণ বিঁধছে তোমার বুকে।

কিশো। আমিও ঘাট মানছি সজনী—
আজ অবধি শ্যাম গুণমণি—
কালশশী তোমার আঁধার কালো মুখে
ভাসবে সুখে, ভাসে যথা,—

কানু। ছিনে জোঁকটি—
শেওলা শ্যামল পাঁক পুকুরের বুকে।

তন্বী। যা আর বক্‌তে হবে না! দেখছিস না রাণীর মেজাজ ভাল নয়?

কিশো। তোর কাছে থাকলে কি কারু মেজাজ ঠিক থাকেরে মাগী?

কানু। মা আমাদের নন্দরাণী। কাঁদছিস কেন মা? এই যে আমরা এসেছি মা। ওমা চেয়ে দেখনা মা—বড় ক্ষিদে পেয়েছে, একটু ননী দিবিনা মা?

লছিমা। কেরে, কেরে মধুর তানে আমার প্রাণ ভরিয়ে দিলি? কানু? কিশোরী? সত্যি কি তোরা সেই ব্রজের কানু কিশোরী? আমার প্রাণের আঁধার ঘুচিয়ে—আলোকের পথে হাত ধরে নিয়ে যেতে মর-জগতে নেবে এসেছিস?

কানু। না না, তোর এখনো কোথাও যাবার সময় হয়নি।

কিশো। যদি কাউকে কোথাও নিয়ে যাই ত' আপাততঃ আমাদের এই বিন্দে দূতীটিকে তোর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। চল সখি, তোকে ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা মেরে সেঁৎ সেঁতে অন্ধকারে ফেলে দিই গে তোর বাতিকের ব্যামো সেরে যাবে।

কানু। আর মস্ত বড় একটা পাথর তোর বুকে চাপিয়ে রেখে দিই, যেন তেড়ে উঠে দৌড়ে না পালাতে পারিস্।

ভবী। তবে রে হতচ্ছাড়া, হতচ্ছাড়ী, আমার সঙ্গে অত কথা? আঁতুড ঘরের কাদার ডেলা, ছোঁড়া ছুঁড়ীর মুখে যেন তুবড়ী ফুটছে, যা যা সদরে গে ফাগ মেখে খাক্ হ'যে থাকগে যা।

লছিমা। আহা কর কি কর কি সখি—
কারে কহ হেন কুবচন?
অন্ধ আঁখি মেলি
চেয়ে দ্যাখ—নহে ত লো বালক-বালিকা।
নরদেহে লক্ষী-নারায়ণ—
ভ্রমিছেন এ ধরার বুকে—
পথভ্রান্ত মোহান্ধ মানবে
দেখাইতে স্বরগ আলোক!
আয় বুকে ব্রজের গোপাল,
আধ বোলে মা মা বলি
জুড়ারে এ সন্তপ্ত পরাণ!
আয় মা, রাখাল বামে আদ্যাশক্তি বামা,
দাঁড়াতো মা, এ হৃদয় দগ্ধ মরুভূমে!
আয় কানু—

বাজা বেণু সুমধুর তানে,—
যমুনার জল উজান বহিত যাহে।
অঞ্চলে আবরি মাতা, বিশ্বের বিলাস
সখ্য, শান্ত, মধুর রসের ধারা—
চঞ্চল অঙ্গেতে ঢালি—
অয়ি প্রকৃতি রূপসী, দাঁড়া হাসি পরম পুরুষ-বামে।
সাম্য সমন্বয় তোল জাগাইয়া—
কুজ্ঝটিকা, কুহেলি আবৃত
কোলাহলময় হতাশ বিশ্বের মাঝে!

কানু ও কিশোরী। দু'য়ো দু'যো তুই হেরে গেলি
বিন্দে দূতীগো!
(করতালি দিতে দিতে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া ভক্তগণসহ—হরি-সংকীর্ত্তন
করিতে করিতে বিদ্যাপতি)

অসীম রূপের কণা লয়ে যার সূরয-চন্দ্রমা হাসে।
করুণার কণা গায়ে মাখি যার, বসুধা গরবে ভাসে।
সেত নহে শুধু ব্রজের রাখাল—
মাতা যশোদার নন্দদুলাল—
সকল বিশ্বের নয়নের মণি—সকল জীবের মহান্ পরাণি—
সকল সুখের আকর সে যে গো—সকল হৃদয়ে ভাসে।
বিরাট বিশ্বের রূপরাশি যার রূপকণা পরকাশে।
সে যে ভ্রান্তি নাশন—
দয়াময়—দীন দুরিত পাপ তাপ হরণ
পতিতপাবন হরি—

সে ত অজ্ঞান হৃদে জ্ঞানালোক-ধারা—
মোহ শোক দুখ আঁধারে আলো করা—
পাপ তাপ বারণ।
সে যে গো বসে আছে—পাপী ত্রাণ আশে,—
করুণার কর প্রসারি আবেশে—নিবারিতে ভীতি ত্রাসে।

(প্রস্থান।

লছি। ওই ওই ধায় পতিত পাবন
সকাতরে আহ্বানি পাপীরে—
স্নেহের বাঁধনে বাঁধি ভুজ-পাশে
লয়ে যেতে ভবের বন্ধন ছেদি
নিত্য সত্য পুলক পুরিত লোকে।
দাঁড়াও দাড়াও দীননাথ!
পথহারা দাসীরে তেয়াগি
যেওনা যেওনা সখা।
একা বামা, নাহি জানি পথ,
পথের সম্বল সাথে নাহি কিছু,—
তুমি দীননাথ—
লহ তুলি পথ ধূলি হ'তে—
পতিতা বৰ্জ্জিতা হীনা
দুর্ব্বলা বালারে।

(প্রস্থানোদ্যতা)

তন্বী। ছি ছি কর কি কর কি? ওযে সেই বিটলে বামুন, যার ছড়া শুনে মহারাজ রাজকার্য্য ভুলে রাজ্যটা উৎসন্ন দিতে বসেছেন। পরপুরুষের পানে অমন কোরে চাইতে আছে? ছি ছি!

লছি। নহে কি এ বাঁশরী বয়ান
নটবর শ্যাম—গোপিনী বল্লভ ?
যার বাঁশী শুনিবার আশে—
ঊর্দ্ধ মুখে রহিত চাহিয়া
ধেনু পাল ব্রজের প্রান্তরে ;
কুল-নারী—যার বাঁশী শুনি
কুল অভিমান তেয়াগি হরষে—
ধাইত পরম পদ করিতে চুম্বন !
আমার বলিয়া যারে পশু, পাখী,
পতঙ্গ, মানুষ—
সমভাবে পূজিত উল্লাসে ?
কোথা তবে—কোথায় বান্ধব ?
লছমীর সোহাগের সখা, পূজার দেবতা,
অভিসারে হৃদয় রঞ্জন !

(প্রস্থান)

তন্বী। নিশ্চয় উন্মাদের লক্ষণ !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মঞ্চোপরি রাজা শিবসিংহ, পাশে অমাত্যগণ ও বিদ্যাপতি।

হোরি উৎসব।

রমণীগণের গীত।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কইছে গোঁয়ায়বি—
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

শিব। ধন্য বন্ধু, মিথিলা নগর
প্রসবি বিশ্বের কবি—
বিদ্যাপতি—বিদ্যা আর বিনয় আকর!
ধন্য আমি—রাজছত্র তলে যার—
কোটি তারকার তেজ—
ম্লান করে এক চন্দ্রালোকে!

ধন্য বঙ্গ ধন্য হিন্দুস্থান,—
সুমধুর সঙ্গীত ঝঙ্কার শুনি যার পূত মুখে
বিস্মিত বিমুগ্ধ একাধারে
এ বিশ্বের কবীন্দ্র সমাজ!

বিদ্যা। ক্ষম সখা দীন জ্ঞানে আশ্রিতে তোমার।
অযোগ্য এ প্রশংসায় ক'রো না লজ্জিত রাজা—
সুহৃদে তোমার—সভাস্থলে।
তাতল সৈকতে মাত্র বারি বিন্দু আমি—
সুত মিত রমণী সমাজে গোঁয়াইনু অমূল্য জীবন।
মোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু!
সখা হে, আমি নিরাশ পরিণাম,
ব্যর্থ মোরে দিলেন বিধাতা—
দুর্লভ এ মানব জনম;
গণিতে হে দোষ রাশি মোর—
গুণলেশ পাওয়া নাহি যায়।
ভরসা কেবল—জগন্নাথ বলে ডাকে—
বিশ্ব বিশ্বনাথে;—
আমি নহি জগত বাহির—
তাই যদি পাই পরিত্রাণ।

১ম অমাত্য। বিনয়ী—

২য় ঐ। নম্যন্তে ফলিনো বৃক্ষাঃ—

৩য় ঐ। সাধক, ভক্ত, ধন্য মিথিলা!

শিব। প্রীত সখা বিনয়ে তোমার।
বিস্মিত নেহারি বন্ধু

অগাধ ভকতি সিন্ধু—
উথলিছে প্রশান্ত ও হৃদয়ের তলে।৮
তবু সঙ্কোচে মরমে মরি—
সখা বলি আহ্বানিতে তোমা হেন
পণ্ডিত প্রধানে।
এক মাত্র ভরসা আমার—
বাল্যবন্ধু তুমি মোর
শৈশবের ক্রীড়ার দোসর।
চিরখ্যাত প্রবাদ বচন—
খণির আঁধার বুকে—
মণি সদা হেলায পড়িয়া রহে,
কিন্তু গুণগ্রাহী পেলে দরশন—
আদরে মাথায় তুলি লয়!
পাবে তুমি যোগ্য পুরস্কার—
বিশ্ব মাঝে—পণ্ডিত সমাজে!
তবু লহ সখা হোরির এ আনন্দ বাসরে—
সুহৃদের দীন উপহার
এই তুচ্ছ কণ্ঠহার মোর। (কণ্ঠহার প্রদান)

বিদ্যা। শুনি, সখা, প্রশংসা বচন তব—
মনে হয় সাধ, যদি পারিতাম কোন দিন—
হতে তার যোগ্য অধিকারী।
চির দিন ভালবাস মোরে
তাই মম প্রতিষ্ঠা প্রসার।
চাঁদ যথা সূর্য্যের আলোক করি চুরি

শতভারা মাঝে ম্লান কর প্রদানি নিখিলে
বাড়ায় নিজের মান।
অথবা, তোমা হেন প্রকৃত সুহৃদ তার—
শত কবি মুখে, শতগুণ প্রশংসা-ছটায়, —
বুঝি, বাড়ে তার শতেক গরিমা।
কিন্তু সখা, অভাজন আমি—
জ্ঞানের কাঙ্গাল—অতি দীন।

গীত।

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেবি হেরি কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়।
যাবত জনম হাম, তুয়াপদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যজি কিয়ে হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥"

(উগ্রশর্ম্মার প্রবেশ)

স্তব্ধ হোক্ কোমল করুণ গীতি—
রমণীর নূপুর নিক্কণ।
ফেলে দাও দূরে,—
শৈব, শাক্ত, শঙ্কর আশ্রিত এই রাজধানী হতে

কুসুম, চন্দন, চুয়া কুম্‌কুম্‌ আবির—
বৈষ্ণবের বিহার বিলাস মাখা পূজা উপচার !
স্তব্ধ হোক বৃথা স্তোক্‌-গাথা,
অলস বিলাস কর দূর।
কহ রাজা, শাস্ত্র ধর্ম্ম আচার ভুলিয়া
কুলগত অনুষ্ঠান যাগ যজ্ঞ ভুলি—
কি হেতু এ ভণ্ডের আচার ?

শিব। ক্ষমা কর অভাজনে কৃপাবশে দেব,—
বিশ্বপ্রেম প্রচারে যে নীতি—
ভুলাইয়ে আমিত্ব আমার করে লীন—
পরমার্থ পদে,
সনাতন আনন্দ আকর—
সে পবিত্র সাধন পথের বৈরী নাহি হও।
সুমধুর ভাব পঞ্চ সরল সাধন পথ—
প্রদানি করিলা ধন্য,—
অভিমানী ভ্রান্তজীবে—
ভাবময় প্রেম গাথা যাঁর—
সেই বিশ্বপ্রেমিক-প্রধান
ভগবান জয়দেব বাঙ্গালী গৌরবে—
অহেতুক কটু উক্তি—
সাজে কিহে দ্বিজোত্তম শ্রীমুখে তোমাব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, দ্বিজোত্তম,
ধর্ম্ম দ্বন্দ্বে সন্দ বেড়ে যায়,—
নাহি হয় মীমাংসা তাহার।

কিন্তু শেষবার শোন রাজা,
বৃদ্ধ তব পিতৃবান্ধবের বাণী ;
বৎসরের রাজকর হয়নি প্রেরিত
দিল্লীশ্বর সম্রাট সদনে।
রাজা আছে রাজকার্য্য ভুলি—
জ্ঞান-তৃষা-বশে—অগাধ অতলস্পর্শী
জ্ঞানবাপীতলে নিমজ্জিত।
প্রজা মুখে বলে হরি বোল—
রাজকর নাহি দেয় প্রেমের পীড়নে।
এ হেন দুর্দ্দিনে
মুহূর্ত্তেকে বিপর্য্যয় আশঙ্কা সতত।
কেবা জানে কোন সে দুর্দ্দিনে—
দিল্লীর কোটালরূপী রাহুর কবলে—
হবে ম্লান, চির শুভ্র মিথিলার গৌরব চন্দ্রমা!
বৎস, পালিত এ বৃদ্ধ-কোলে
শৈশব হইতে তুমি,—
সেই অধিকারে তাত,
শুভ্রশির এই সেবকের অনুরোধ—
একবার মাসেকের তরে —
রাজকার্য্যে দেহ মন।
শূন্য রাজকোষ পূর্ণ কর রত্নধনে ;
যাহে পুন দীর্ঘকাল ব্যাপী
সাধনে মগন থাকা হইবে সম্ভব।
অতি চমৎকার!

রাজকোষ শূন্য মিথিলার—
দিল্লীর কোটাল—করি শৃঙ্খলিত
মিথিলা রাজের করদ্বয়—
অরক্ষিত হীন বন্দী সম
লয়ে যাবে কারাগারে।
হেথা রাজা মত্ত বিশ্বপ্রেম-মদিরা সেবনে,
সেথা সঙ্গোপনে বন্ধুবর তার প্রদানে পবিত্র প্রেম
কুলবতী মহিষীরে
নিত্য নিত্য উদ্যান মাঝারে।

শিব। শান্ত হও দ্বিজোত্তম!
মিথিলাব উজ্জ্বল রতনে—
মিথ্যা ব্যাভিচার গোময় লেপনে—
ম্লানজ্যোতিঃ করিবারে না কর প্রয়াস!
বদ্ধ আমি সখ্যতা বন্ধনে যাঁর সনে—
বৈষ্ণব প্রধান সেই সুহৃদ প্রবর;
তার পরে মিথ্যা অপবাদ সাজে না তোমার।

উগ্র। মিথ্যা ?
মিথ্যা তবে তুমি, মিথ্যা আমি,
সব মিথ্যা—সব মিথ্যা তবে!
স্বচক্ষে দেখেছি রাজা পত্নীরে তোমার,
'নাথ' বলি সম্ভাষি' উল্লাসে—
যেতে ধেয়ে তব সুহৃদের পানে
ঝটিকাব বেগে!

শিব। বৈষ্ণব-বন্ধুত্বে দেব, নাহি কৃত্রিমতা—

পরস্পর মাঝে, নাহি কোন গোপনের ভাব,
নাহি মিথ্যা, নাহি সেথা প্রবঞ্চনা লেশ,
দেহে দেহে মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায়—
দুটি দেহী সনে একত্ব আশ্রয়—
বৈষ্ণবের সখ্যের প্রকৃতি!
আমি তাই জানি ভাল মতে
সুহৃদের মর্ম্মের বারতা।
হেন অনাচার তারে না সম্ভবে কভু।

(কানু ও কিশোরীর প্রবেশ)

বিচার কর বিধি মতে দণ্ড দাও রাজা,
কুলবতী কলসী ফেলে ধেয়ে যদি যায়,—
(আর) শত কার্ত্তিক পায়ে ঠেলে লুটায় তোমার পায়,—
কলঙ্কে না শঙ্কা করে; তার যা উচিত সাজা।
বারে বা মজা!
কর ন্যায় বিচার, মান রাখ অবলার,
যাদু মন্ত্রে নারীর পরাণ মজায় মনোচোর;
কালো মুখের মিষ্টি বোলে—খল বাঁশরীর মধুর রোলে
সান্ত ত্যজি অনন্তেতে বাঁধায় প্রেমের ডোর।
যাও দূরে হীন মতি বালক-বালিকা
বাতুল-আগার অন্তঃপুরে,
সেথা শুধু প্রগল্‌ভতা
মার্জ্জনীয় তোমা দোঁহাকার।
সরে যাও,—

নহে প্রহরী-প্রহারে হবে
তব অকাল-পক্কতা ব্যাধি দূর !

কানু। পাগল শিশু যুবা বৃদ্ধ পাগল বামুন শুদ্র,
মোহের পাগল—মোহের চোখে তারাই শুধু ভদ্র !
ভাবের পাগল বিরল ভবে—ছুটো একটা মেলে,—
সব পাগলে মিলে তারে—পাগল করে তোলে।

(হাসিতে সাসিতে প্রস্থান।

কিশো। বামুন ঠাকুর মাঝ্‌ দরিয়ায় (হাল) ধরে রাখ ক'সে,
নাই বা যদি ওঠে সুধা—মিটাতে তোর প্রবল ক্ষুধা—
গরল উঠবে ভারে ভারে—খাবি ব'সে ব'সে॥

(প্রস্থান।

উগ্র। ব্যাভিচারে পূর্ণ পাপ পুরী।
অপোগণ্ড শিশু—
মাতৃ-অঙ্ক করিবে আশ্রয় যেবা
পিপীলিকা করিলে দর্শন,
সে ভাষে কঠোর ভাষ—
শুভ্র কেশ লোলচর্ম্ম প্রবীন ব্রাহ্মণে।
বৈষ্ণবী মায়ার মোহে,
যাদু মন্ত্রে—রে পাষণ্ড দ্বিজ-কুল-গ্লানি !
আচ্ছন্ন করেছ রাজপুর !
শৈব, শিব-পদানত শুভ্র রাজবংশ হতে
নিঃশেষে শুকায়ে দিলে
সুযশের পূত-প্রস্রবণ।
কুরূচীর সূচী বিদ্ধ করি

সুশীতল বারি রাশী সুপেয় অমৃত যথা
ছিদ্র কুম্ভ হতে।

বিদ্যা। দ্বিজবর! শৈবশাক্ত বৈষ্ণবে প্রভেদ কিবা?
কেন ঈর্ষা কেন দ্বেষ বৈষ্ণবের প্রতি?
হে ব্রাহ্মণ হরিহর কৃষ্ণ কালিকার ভেদ কোথা কর দরশন
ভিন্ন পথে বহুযাত্রী চলে যদি তীর্থ দরশনে
গন্তব্যকি সবারই রহে না এক?
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি মার্গ আদি
উন্মুক্ত সাধন ক্ষেত্রে পন্থা শত শত
কিন্তু বিশ্ব প্রেম, সেবা ধর্ম্ম—
কান্ত সুত সখা ভ্রাতা কিম্বা প্রভুজ্ঞানে
সেবিবারে নারায়ণে এ মর জগতে
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতম সাধ।
তাহে মহা ভগবৎ প্রেম সুধা পিয়ে—
জ্ঞানবানে অমরত্ব চাহে লভিবাবে।
দ্বিজোত্তম, ত্যজ অভিমান—
আশ্রিতেরে দিওনা লাঞ্ছনা।
নাহি জানি—
কি স্বর্গিয় সুষমা মণ্ডিত
পবিত্র সে রমণী কুসুম।
দেখি নাই সৌন্দর্য্য বা রূপরাশি তার!
শুধু দূর হতে দেখেছি চরণ,
শুনিয়াছি নূপুর নিক্কণ
মাতা আদ্যাশক্তি যেন

ধরার কোমল গাত্রে কেলি করিবারে
গোলক ত্যজিয়া রাজোদ্যানে—
করিছে বিহার!
আর কিছু জানি না ব্রাহ্মণ—
সত্য মিথ্যা বুঝ মনে মনে।

(বরকন্দাজগণ সহ দিল্লীর কোতোলের প্রবেশ।)

কোতো। ব্রাহ্মণ! ক্ষম অপরাধ,
রাজাদেশে বন্দী তুমি আজিকার উৎসব বাসরে
দাস শুধু—নিমিত্তের ভাগী।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

পদ্মাবতী, কানু ও কিশোরী।

পদ্মা। আচ্ছা বল্‌ত তোরা কি চাস্? কেনই বা শুধু আমায় জ্বালাতন ক'রে বেড়াস্ বল্‌ত?

কানু। আমরা চাই—সত্যি বল্‌ছি মোষ ঠাকরুণ,—ক্ষীর, ননী, আর তার সাথে কড়া মিঠে চাবুক চটক! আর শুধু তোমায় নয়, মোষ-

ঠাকরুণ—আমরা চাই যেন আমাদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে—তেড়ে ফুঁড়ে, দুনিয়াশুদ্ধ লোক সশরীরে ঐ ওখানে গিয়ে বস্তি গেড়ে বসে!

কিশো। আর না ফিরে আসে –
শুধু হাসে—আর প্রেম দরিযায ভাসে।

পদ্মা। আবার বক্‌বি তো ঠেঙ্গানির চোটে ভূত ছাড়িয়ে দোব বল্‌ছি।

কানু। দোহাই মোষ ঠাকরুণ, তোমার কাঁধের ভূতটি পালিযে গেলে, খালি কাঁধ পেযে বেহ্মদত্যি চেপে বসে তোর ঘাড় মটকে দেবে! হাঁ মোষ ঠাকরুণ! ভূতের চেযে বেহ্মদত্যিটা বেশী দুষ্ট—না?

কিশো। সব চেযে যে বেশী দুষ্ট, সে কিন্তু থাকে ঐ বুকের তলায় বসে—অট্টঅট্ট হাসে, আব সুড়ুক্ ক'রে ফেলে দিয়ে জাহন্নমেব দেশে—আর না ফিরে আসে।

পদ্মা। তবেরে বিটলে ছুঁড়ী পাকা এঁচোড়—স'তিনদিনেব বুড়ো—
(তাড়া করিল)

কানু ও কিশো } সৎমা ওলো সর্ব্বনাশী ক্ষেমা ঘেন্না কর।
মায়ের কোলে ছুটে পালাই—তুই যে নেহাৎ পর!

[উভয়ের প্রস্থান।

পদ্মা। অরাজক। হতভাগী যে দিন থেকে এই পুরীতে এসেছে, সেই দিন থেকেই রাজলক্ষ্মী ভযে পালিয়ে গেছেন। আর এই ডাইনীর বাচ্ছা ছোঁড়া ছুঁড়ী এসে মিথিলায় লঙ্কাকাণ্ড:বাধিয়ে তুলেছে: আবার ঢং করে ছোঁড়া ছুড়ীকে কেষ্ট বিষ্টু সাজিয়ে রঙ্গ করা হয়!

(লছমী ও তন্বীর প্রবেশ)

পদ্মা। বলি ওলো উনানমুখী—ডাইনী ছুঁড়ী! ঝাঁটা মুখে ক'রে এসেছিলি এই সোনার রাজপুরীতে, এসে অবধি ত' ঢলাঢলিটা খুব করলি,

শেষে কিনা তোর হাবাতে মহারাজের পর্য্যন্ত এই অপমানটা লেখা ছিল। পোড়ারমুখী হ'তে আরও কত বাকী আছে কে জানে!

(ঠোনা মারিল)

লছমী। কি কহিছ নারী?
নাস্তিকের শিরোমণি তুমি—
তাই কহ অশাস্ত্র-বচন!
ব্রজ ছাড়ি ব্রজরায় গেছে মধুপুরে—
রাজ-নিমন্ত্রণে।
ইথে বল কিবা আছে খেদ?
দুষ্ট কংশ নাশি—
ধরায় পরম শান্তি বিধানি ললনে—
স্বকার্য্য পরম ব্রত সাধিবেন হরি;—
ইথে কিবা পরিতাপ সাধ্বী-ললনার?
বিরহ বিচ্ছেদ?
সেত সতী-রমণীর নিত্যসহচর!
ঐ ত্মাখ, ধূলিপরে কমল-কোরক—
লুটায় ব্রজের পথে!
আলু থালু কবরী এলায়ে পড়ে—
বাসমুক্ত নগ্ন নিতম্বে!
নিলাজ পবন উড়াইয়া নিল বক্ষবাস—
যুগল দাড়িম্ব—গিরিশৃঙ্গে নিন্দে ঊর্দ্ধমুখে!
কন্দর্পের সাধের সোপান শ্রেণী—
নাভীদেশ হ'তে নামে ধীরে—
শত পথিকের পাপমনে কলুষ সৃজিয়া।

বামা কিলো তাতে লাজ পায় ?
"হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলি ঐ শোন রোল ;—
কৃষ্ণে যে লো সঁপে মন প্রাণ—
মিথ্যা লাজে তার কিবা লাজ ?
পাপী শুধু পাপে লাজ পায় —
অশুচি পরাণে যাঁর—
মিথ্যা আবরণে সেই শুধু চাহে তা ঢাকিতে!

পদ্মা। কথার ছিরি দ্যাখ! "তুমি রাধা আমি শ্যাম"—আর যখন আমি "কাঁধে বাড়ী বলরাম" হ'যে তোর কচি মাথাটা ঝুনিয়ে দোব—তখন টের পাবি—এই কলিযুগের রাসলীলাতে কত সুখ!

(ঠোনা মারিল)

তন্বী। বড়মা! সখীর মাথার অসুখ কোরেছে দেখছো না? কেন মিছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ? ওতো কোন কথার উত্তর দেবে না—আর তোমার গোদা হাতের দুহাজার ঠোনা খেয়েও একটি ফিরিয়ে দেবার নাম করবে না। তবে আর ওকে মেরে হাত ব্যথা করা কেন?

পদ্মা। ওলো আমার কথার জাহাজ নিভাঁজ নিখুঁৎ নিকসা সুন্দরি! তোমায় আর ফোড়ন চড়াতে হবে না। দাসীমাগী দাসীর মত থাকবি—তোর কেন এত কথা রে?

(কানুর প্রবেশ)

কানু। তাইত' বিন্দে দূতী, বুনো মোষের সঙ্গে লড়াই ক'রে কেন পেটের নাড়ী ভুঁড়ী বের করতে চাও? ওপথে যেওনা—মজা পাবে না। বিন্দেদূতীগো, ঐ সরু পেটটি তোমার যদি সত্যি ওর শিংএর

গুঁতোয় এফোঁড় ওফোঁড় হ'যে যায়—তখন নিত্যি সকালে নেবু লঙ্কা পান্তভাত গুঁজবি কোথায়?

পদ্মা। আঃ মর ছোঁড়া! কথার যেন খই ফুটছে!

কানু। দৈ মেখে খেয়ে ফেলো ঘোষ ঠাকরুণ—পেটের জ্বালা, গায়ের জ্বালা সব জুড়িয়ে যাবে।

পদ্মা। তবে রে হাড় হাবাতে। (তাড়া করিল)

(কিশোরীর প্রবেশ)

কিশো। কর কি ঘোষ ঠাকরুণ—ওযে আমার বর! ওকে অমন ক'রে তাড়া কর্‌লে—আমিও যে মরে যাব—আর পেতনী হ'যে ঐ বকুল গাছটার অন্ধকারে লুকিয়ে তোমায় মুখ ভ্যাংচাব!

পদ্মা। না—এই ছোঁড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় কোথাও তেষ্ঠাবার কি জো আছে! দূর হোক্—এখানে থাকবো না।

[প্রস্থান।

তন্বী। সখি, একটু সুস্থ হ'যে ভেবে দেখ, রাজধানীতে বড় বিপদ।

লছমী। বিপদ সম্পদ কিবা?

শ্রীহরির সৃষ্টি চাতুরীতে—
আছে কিলো সম্পদ বিপদ?
ছেঁদো কথা ভাষার চাতুরী!
সম্পদই বিপদ সখি বিপদই সম্পদ!
অনলে সুবর্ণ পোড়ে সোহাগার সাথে—
আবিলতা ঘুচাইয়া নির্ম্মল হইতে!

কানু। ঠিক, ঠিক বলেছিস মা! এই দেখনা, আমি কুলগাছ থেকে

পড়ে পাটা ভেঙে ফেল্লুম—যেন আর না গাছে চড়ে কুল খেয়ে দাঁত টকে যায়।

কিশো। আমি ঐ পানা পুকুরে দিব্যি হাজার দু হাজার ডুব দিয়ে নিলুম —যেন বেশ কযদিন লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে শুযে থাকতে পারি।

তন্বী। যা যা তোরা খেলা করগে যা—আর বকতে হবে না। রাজধানীতে কি হ'যেছে জানিস্?

(নাচিতে নাচিতে কানু ও কিশোরী)

গীত।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
সগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্হ।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রস তল গেল॥
করে কি বুঝায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না মায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

লছমী। দেখ, দেখ সখি ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ-রেখা—
পদচিহ্ন রয়েছে অঙ্কিত—
ধুলিপরে পাদপদ্ম ফেলি—নেচে ধেয়ে গেল যেই পথে।
সত্য সখি, নহে দোঁহে বালক-বালিকা।
বুঝেছি চাতুরী—গোলকবিহারী হরি—

দাসীরে ছলিতে—ধরাপরে পুনঃ অবতার।
চল সখি, ননী করে—ননী দিই তুলে।
বেঁধেছিনু আমি নিরমম—কমল-কোরক করে ওঁর;—
চল সখি সহস্র চুম্বনে—ব্যথা দিই জুড়াইয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—যমুনাতীরে আরাম নিকেতন।

(দিল্লীশ্বর, পারিষদগণ, বিদ্যাপতি ও ভক্তগণ)

দিল্লীশ্বর। নহত উন্মাদ তুমি দ্বিজ?
দিল্লীশ্বর আমি—দণ্ড মৃত্যু-দাতা—
অদৃষ্ট নিয়ন্তা—কোটী হিন্দু মোছলেমের!
কহ একি সত্য কথা?
অগোচরে তব সংঘটন হয়—যত ঘটনা নিচয়—
তুমি কি তা পার বর্ণিবারে—
কাব্য-সুধাধারে?

বিদ্যা। দিল্লীশ্বর—
দীন আমি ভিখারী ব্রাহ্মণ।
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে ভ্রান্ত মন নাহি মজে।
তাই বাল্যবন্ধু শিবসিংহ আশ্রয়ে নিবাস।
ক্ষুদ্র শক্তি মম, চিত মোর ভক্তিহীন দুর্ব্বল অজ্ঞান!
মোরে না সম্ভবে কভু—

অলৌকিক সংঘটন কিছু।
তবে, কহে লোকে
কাব্যে রচি যেই ঘটনা নিচয়
সত্য নাকি তাহা—
তথা কালে হয় সংঘটন অগোচরে মম!

দিল্লী। হে ব্রাহ্মণ! সত্য তুমি বিনয়ী বিদ্বান্!
কিন্তু সাবধান, এ নহে প্রলাপ কথা কহিবার স্থান
বন্ধু তব লভেছেন "বৈকুণ্ঠে" নিবাস—
জান কি সে কি ভীষণ স্থান?
অসহ্য দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা, কৃমি, বৃশ্চিক পুরিত—
পতিত গলিত শবরাশি চারিধারে;
সেই অন্ধকার পাতাল গহ্বরে
বন্দী সখা তব মিথিলা ঈশ্বর।
দিন রাত হস্ত পদ নখরে তাহার—
সূচী ভেদ করিছে প্রহরী।
বংশদণ্ড দুই প্রান্তে বাঁধি গুরু ভার—
বক্ষে তার লুটায় কৌতুকে।
চৌদিকে প্রহরী শত
সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে বিঁধি অঙ্গ তার
বিষ্ঠাকুণ্ডে রাখে নিমজ্জিত।
তোমাদের পুরাণ-বর্ণিত বৈকুণ্ঠ—পবিত্র স্থান—
শুনিয়াছি লোভনীয় অতি!
কিন্তু তবু মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার—
দিল্লীর "বৈকুণ্ঠে" বাস বুঝি নহে তত স্পৃহনীয়।

যদ্যপি তোমার বাক্য হয় মিথ্যা বাতুল ব্রাহ্মণ—
সশরীরে বন্ধু সহবাসে সে "বৈকুণ্ঠে" বাস হবে তব।
আর যদি সত্য তুমি বর্ণিবারে পার—
যমুনার তটে —যাহা হবে অভিনীত এই দণ্ডে—
অঙ্গীকার করিনু ব্রাহ্মণ—
মুক্ত করি দিব শিব সিংহে।

বিদ্যা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম।
অয়ি বীণাপাণি বিদ্যার জননি!
কণ্ঠে-মাতঃ! ক্ষণেকের তরে
হও আবির্ভূতা তনয়ে করুণা করি।
হরি হরি- রাখ লাজ দাসের শ্রীনাথ!
এ অঙ্গ বর্দ্ধিত, পুষ্ট শিবসিংহ প্রদত্ত তণ্ডুলে—
স্নেহ ছায়া তলে তার—
সংসারের শতেক জ্বালা না জানিনু জনম অবধি।
তাহারি উদ্ধার আশে আসিয়াছি
সুদূর মিথিলা হ'তে ভিক্ষা-অন্ন-ভোজী সারমেয়—
প্রভুর পশ্চাতে ছুটি;
নাহি ভাবি আগু পিছু।
ভিখারীর কি আছে সম্বল নাথ
তব পদরজ অমোঘ কবচ বিনা?

দিল্লী। বদ্ধ রাখ বাতুল ব্রাহ্মণে এই অন্ধকার গেহে,
চক্ষু দেও বেঁধে দশ খণ্ড বস্ত্র দিয়া—

(প্রহরীগণের তথাকরণ)

মন্ত্রী! যমুনার পারে আছেত প্রস্তুত সব আমার আদেশ মত?

সাহানশার আদেশ যথাযথ পালিত হ'য়েছে।
করহ আদেশ আরম্ভিতে অভিনয়।

(তূর্য্যনাদ)

(যমুনা তীরে সিক্ত-বসনা রমণীগণ স্নানান্তে
কেলি করিতে করি ত গৃহে ফিরিয়া চলিল)।

রমণীগণের গীত।

নিঠুর শ্যামালিয়া বংশী বাজানে ওয়ালা।
ক্যা কঁহু সরম সখী—কুঞ্জিয়া সহত—
বিহরত নিলাজ সো কালা॥
আঁধেরি বৃন্দাবন ঘন পুরা—
রন্ধন ছোড়ি রোযত ব্রজনারী
রাখাল নয়নামে ঝুরত শাওন ধারা।
গোঠপর ঠারি ধেনুয়া রোয়ত গোপিয়া
রোযে ভেল সারা॥
যমুনা পানিয়া সখি শতগুণ ভেগা—
পিয়ারী আখিয়া জলসে, হাতমে শুকাওল
বনফুল মালা॥

(প্রস্থান

দিল্লী। আনহ ব্রাহ্মণে!

(প্রহরীব তথাকরণ)

ব্রাহ্মণ! করহ বর্ণন—
এইমাত্র যমুনাতীরে যা ঘটিল—

গীত।

বিদ্যা— কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানয়ে পাঁচবাণ॥

চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখ শশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আধিয়ারা।
তিতিল বসন তনু লাগি।
মুণিহক মানস মনমথ জাগি।
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা।
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে।
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে।

দিল্লী। (আসন হইতে নামিয়া)

হে ব্রাহ্মণ! সুন্দর! সুন্দর! অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার।
দেহ আলিঙ্গন মোরে প্রাণ ভরে।
তিষ্ঠ সখা, জ্ঞানের আকর—
মোর রাজ্য হ'তে পূর্ণ শশধর সম
প্রদান জ্ঞানের জ্যোতিঃ—
তমসান্ধ জগত মাঝারে।
দেহ কোল পণ্ডিত প্রধান—
ধন্যকর সম্রাটে তোমার।
এ গরীমা কহিব কাহারে—
মোর ছত্র সুশীতল তলে—
বাড়ে যত শ্যামলতা
পুষ্প পত্র ফলে সাজাইতে বিশ্বের মন্দির—
বিদ্যাপতি, তুমি তার মাঝে
শ্রেষ্ঠ রত্নসার।

তোমার রাজার
এ হ'তে গৌরব কিবা আছে সিংহাসনে ?

(শিবসিংহ সহ প্রহরীর প্রবেশ)

অজ্ঞানে মোহের বশে—
তোমা হেন মহাত্মারে রোষ ভরে করেছি পীড়ন !
মহাজন, ক্ষমাকর—ক্ষমাকর দীনে—
অনুতপ্ত এ প্রাণের ব্যথা কর দূর।
জাঁহাপনা—
শোচনায় কিবা প্রয়োজন ?
এ সংসাব পরীক্ষার স্থল—
আমার লাঞ্ছনা নহে তব কৃত,
জেন তাহা ইচ্ছা বিধাতার।
ভস্মতলে ছিল লুকাইত—
বিদ্যাপতি জ্ঞান-গুণাকর—
করিতে প্রকাশ তারে অবনীমণ্ডলে
বিধাতা নিগ্রহ-ছলে—
দিল তাঁর অনুগ্রহ দান।
ভারতের উজ্জ্বল গগনে তুমি দীপ্ত দিবাকর !
তবাশ্রয় আলোকে উদ্ভাসি—
বিদ্যাপতি গাহিবে বিশাল বিশ্বে সমধুর পদাবলী ;
কমনীয় কান্ত কাব্য কথা,—
প্রেমের নির্ঝর যাহে বহিবে ধরায়।
দীন আমি, অকৃতি অধম—

যে সম্মান দানিলে সম্রাট—
উপযুক্ত প্রতিদান ভিখারী কি দিবে?
আঁখি-পদ্ম অশ্রু সিক্ত করি—
হলে অনুমতি
সিংহাসন-তলে দিব কৃতজ্ঞ অঞ্জলি।

দিল্লী। রাজা—রাজা—
দহে অঙ্গ অনুতাপানলে—
তোমারে দিয়াছি পীড়া
নৃশংসের সম।
কবহ মার্জ্জনা ভূপ
আজি হ'তে মম বামে স্থান তব
মিথিলার পতি।
রাজকর পঞ্চবর্ষ নাহি হবে দিতে,
তারপর অর্দ্ধকর মার্জ্জনা তোমার।
ধন্য তুমি, ধন্য করিয়াছ মোরে,—
সুধাশ্রয় সিঞ্চনে তোমার—
এ সুন্দর স্বরগ-কুসুম
মোর রাজ্যে করেছ সৃজন!
গুণ গাথা যাঁর—
গৌরবে গাহিবে বিশ্ব
কতশত শতাব্দী ধরিয়া।
এ দেহ ভক্ষিবে কীট কবরের তলে—
সিংহাসন চূর্ণ হ'য়ে যাবে কালাঘাতে—
সৈয়দ বংশের নাম লুপ্ত হবে কালে,

কিন্তু, বন্ধু, বিদ্যাপতি রহিবে জীবিত—
যাবৎ রহিবে বিশ্বে বিদ্যার আদর ,
ধন্য আমি—অজ্ঞান—অধম
তাঁর সনে মম নাম রহিবে জাগ্রত।

পঞ্চম দৃশ্য।

মিথিলা-রাজপ্রাসাদের কক্ষ

মন্ত্রী ও উগ্রশর্ম্মা।

উগ্র। মন্ত্রীবর!
ভাবিতে পরাণ কাঁপে—
জীর্ণ শুষ্ক বেতপত্র দ্রুতবাতে যথা।
চিরদিন কুসুম কোমল শয্যা আশ্রয় যাঁহার
চিরসুখী সেই সে কনক-কান্তি—
মিথিলার রাজ রাজেশ্বর—
কি ভীষণ সহিছে যন্ত্রণা!
ব্যাধ সম শোণিত-পিপাসু
লুণ্ঠন-লোলুপ অর্থগৃধ্নু বিদেশী বর্ব্বর
অর্থ হেতু হীন নির্য্যাতনে
বিচূর্ণিয়া অস্থি-মাংস
শোষিছে শোণিত তাঁর।

ছিঃ ছিঃ সপ্তদশ নরক-কল্পনা-গ্রন্থ—
মস্তিষ্কে করিয়া নত—
শত কুম্ভীপাক হেন নরক গড়িয়া—
"বৈকুণ্ঠ" পবিত্র নামে করি উপহাস—
তথায় লাঞ্ছনা করে—
ভারতের চন্দ্র-সূর্য্য বংশধরগণে !
পরাধীন আর্য্য-জাতি ক্লীবের অধম—
দাসত্বে উচ্ছিষ্টভোজী ভারতবাসীর
এ হ'তে মরণ শ্রেয়ঃ ।
কহ মন্ত্রী, ক'রেছ কি অর্থের বিধান ?
হায়, কত দিন আর কৃমি কীট দংশনের জ্বালা
সহিবেন নবীন ভূপাল—দিল্লীর নরক-নিবাসে ?

মন্ত্রী । বিশৃঙ্খল রাজ্য দেব ! নৃপতি বিহনে ;
প্রজাগণ শত মুখে হরিনাম গেয়ে
হৃদিমাঝে কাল-ফণি রাখে লুকাইয়া !
সেবকের তিলমাত্র চেষ্টার বিরাম নাহি দেব !
তবু, মাত্র অর্দ্ধ অর্থ হয়েছে সংগ্রহ ।
অপরার্দ্ধ করিতে পূরণ, পক্ষকাল হইবে অতীত ।

উগ্র । না না অসম্ভব !
আরো অর্দ্ধমাসে কোমল কুসুম সেথা
শুকায়ে বিলীন হবে কাল-কশাঘাতে ।
রাজ্যময় করহ প্রচার—
মাত্র তিন দিন আর দানিব সময়,
তাহে যদি প্রজাগণ হয় পরাঙ্মুখ

ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব দানিতে—
দিল্লীর সম্রাটরূপী পিশাচের
ক্ষুধা মিটাইতে—
পিশাচ মূরতি ধরি তাণ্ডবে নাচিব—
প্রেতলীলা রাজ্যময় হবে সংঘটন!

(লছিমা ও কান্নুর প্রবেশ ।

লছি। তাত, শক্তিস্তম্ভ তুমি মিথিলার—
গুরুদেব,
তোমারি সেবায়—
মিথিলার রাজলক্ষ্মী অচলা এ পুরে!
তোমরা ত রয়েছ জীবিত—
তবে কেন মিথিলার রাজা
জীবন্তে নরক-জ্বালা সহে কুম্ভীপাকে ?
লক্ষ পুত্র স্নেহের পুতলী সম মোর—
তাহারা কি রক্ষিবে না পিতারে তাঁদের ?
হায় নাথ, ছিনু ঘুমঘোরে মৃতের অধম,
চক্ষু মেলি শুনি ভীম পীড়ন বারতা,
করি-পদভরে শুষ্ক পত্ররাশি সম
বক্ষের পাঁজর মোর হিযার উপরে
চূর্ণ হয়ে যেতেছে নিয়ত!
লহ মম অঙ্গ-আভরণ,
লহ লহ পিতৃদত্ত যতেক যৌতুক ভার,—
বিনিময়ে অর্থ দেহ আনি।

কিম্বা, কৃপা করি চল সাথে দেখাইয়া পথ—
দেখে আসি দিল্লীর মর্ম্মর গৃহতলে
সম্রাটের কুলিষ কঠিন প্রাণ—
হয় কিনা বিগলিত সতীর ক্রন্দনে।

উগ্র। যাও মাতা, না কর বিলাপ,—
নিজ দোষে রাজ-রোষ এনেছ আহ্বানি—
সুধাবৃক্ষে হলাহল করিয়া সিঞ্চন,
বিষফল ক'রেছ সৃজন,
প্রাণনাশী ভুঞ্জ সেই ফল!

কানু। ওমা—বামুনে প্রাণ নয়গুণ দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা—পালিয়ে চল্—পালিয়ে চল্। সে বাঁধন কাটে—শুধু চাল-কলা আ: দক্ষিণায়। কেঁদে সেই তপ্ত লোহা বামুনে প্রাণ ভিজাস কি অবলা নারী—

তপ্ত লোহা নরম সরম
ভাঙ্গা গড়া যায়—
আঁখির জলে ভিজিয়ে লো সই
নোয়াবি কি তায়?

(কিশোরীর প্রবেশ)

কিশো। কেঁদে কিবা হবে বার মাস?
শুকাইবে মাস—বাড়িবে তিয়াস,
কঠোর নিয়তি সতী; মুখ ফিরাইবে—
তোরে করি উপহাস!

দ্বৈত গীত

কানু— যেই অধরে হাসি ফোটে উজলে মধুরে।
কিশো— সেই অধরে অঝোর ঝরে অশ্রু বেয়ে পড়ে।
কানু— সাওণ মাসের বাদলা কাটে
শরতের চাঁদ এলে,
শুক্‌নো গাঙ্গে বাণ ডাকে সই
পাহাড় যখন গলে ;
কিশো— বামুন জাতটা লুটায় কেবল ম্লেচ্ছ পদতলে,
জাতভাই, আর স্বদেশ ওদের কাঁপে সিংহবলে ;
কানু-কিশো— গলায় দড়ী ঝুলিয়ে তবু মরতে নালো পারে,—
অশ্রু দিয়ে কর্‌বি কি তার—মরেও যে না মরে।

(প্রস্থান)

লছি। শুনিলে না অবলা-ক্রন্দন ?
ভাল, আমি রাণী মিথিলার—
দেখি পশে কিনা
কোটি মম পুত্রাধিক প্রজায় শ্রবণে
জননীর মর্ম্মভেদী শত আর্ত্তনাদ।

(প্রস্থান)

মন্ত্রী। কুহকিনী ! মায়াবিনী !
পিশাচিনী মানবী-আকারে !
মহা শিল্পী বীভৎস উৎকর্ষ তাঁর
বৈচিত্র্যে দিয়াছে আঁকি এই ভীমা দানবী-বয়ানে !
উগ্র। শোন মন্ত্রী, জানাও ঘোষণা রাজ্যময়—
নিবারিতে প্রেতলীলা যদি চাহে প্রজাগণ,
ত্বরিতে দানিতে রাজ-কর ;—

নহে ভীম অনর্থ ঘটিবে,
গৃহে গৃহে জ্বালিব অনল—
শিশু নারী রুগ্ন বৃদ্ধ কিছু না বিচারি—
শূলে দিব—বেত্রাঘাতে করিব জর্জ্জর ;
কিম্বা উড়াইয়া বিদ্রোহের প্রচণ্ড নিশান,
দিল্লীর নরক হ'তে উদ্ধারি ভূপালে
হিমাচলে লভিব আশ্রয় !
জানি পরিণাম,—
ক্রুদ্ধ দিল্লীশ্বর
উপাড়ি মিথিলা রাজ্য ধরা-বক্ষ হ'তে—
সাগর-সলিলে নিক্ষেপিবে !
না করিব ভ্রূক্ষেপ তাহাতে !

(সহসা শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি)

শিব। সম্বর, সম্বর দেব ক্রোধাগ্নি প্রবল—
পুত্র হের এসেছে ফিরিয়া।

উগ্র। সত্য ? কিম্বা স্বপনের খেলা
বুঝিতে পারিনা প্রহেলিকা।
মন্ত্রী, মন্ত্রী, কহ বজ্রনাদে
জীবিত কি মৃত আমি ?
অথবা, নিদ্রার ঘোরে মনোমদ
দেখি কি স্বপন ?
অঙ্গ কেন শিথিল এমতি ?
হিমানী-প্রবাহ কেন বহিছে শিরায় ?
দিব্য সাজে সাজি সন্ধ্যা রাণী—

কেন মোরে করে উপহাস
আজিকার বিষাদ-বাসরে—
আনন্দ-উচ্ছ্বাস কেন বহিছে চৌদিকে ?

মন্ত্রী। প্রকৃতিস্থ হও দেব।
হের রাজা এসেছেন ফিরি—
উজলিতে পুনঃ রাজধানী।

শিব। মন্ত্রী, রাজা তব এসেছে ফিরিয়া ,—
কিন্তু জান কি কেমনে ?
এই দীন ভিখারী ব্রাহ্মণ
যোগবলে সন্তোষি সম্রাটে
এনেছে নরক হ'তে বক্ষে তুলি পুনঃ
জন্মভূমি স্বরগের কোলে।

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য বারতা !

শিব। নহে মন্ত্রীবর ?
এই সন্ন্যাসীরে কত কহ কুবচন !
পুর-মহিলার মানে না কর সম্মান—
কীর্ত্তনিতে কুৎসা অবিরত
মায়া-মুক্ত এই বৈষ্ণবের।
শোন মন্ত্রী—শোন গুরুদেব,
বিদ্যাপতি আজি হ'তে আমার দক্ষিণে
সদা পাইবে আসন।
"বিসপী" পবিত্র পল্লী শ্রীপাট আমার।
সেথায় জন্মিল কবি-নর নারায়ণ ;
সেই পল্লী বিদ্যাপতি

বংশধর ক্রমে ভুঞ্জিবে নিষ্কর !
সেথা দেবসেবা, অতিথি-সৎকার,
নিরাশ্রয়, বিধবা আতুর, শিশু,
ধেনু দ্বিজ শ্রমণ-সেবার তরে
রাজকোষ হ'তে প্রতি বর্ষে
লক্ষ মুদ্রা হইবে প্রেরিত।

বিদ্যা। ভিখারীরে একি প্রলোভন রাজা,
এক মুষ্টি ভিক্ষান্ন আহার যার,
নগ্নতার লাজ করে দূর—
এক খণ্ড কৌপীন যাহার,
ঐশ্বর্য্যে তাহার কিবা কাজ ?

শিব। নিরাশ করোনা বন্ধু,
যেরূপে আপন প্রাণ বিপন্ন করিয়া
দীন প্রাণ বাঁচালে আমার—
প্রতিদান কি আছে তাহার ?
তুলণে সে ত্যাগ গরিমার
মম পুরস্কার কণা মাত্র নহে প্রতিদান।
বিদ্যাপতি ! বন্ধুবর ! বৈষ্ণব প্রধান !
গাহ গাথা, ব্রজাঙ্গনা কুল,—
কুল বিসর্জ্জিযা যাহে
পরম পুরুষ-পদে লুটাত হরষে।

বিদ্যা। যথা অভিরুচি।
হরি ! হরি ! কৃপাময়—দীনের বান্ধব !
একি ঘোর সঙ্কটে ফেলিলে ?

জিহ্বা মোর অকস্মাৎ অবশ কি হেতু ?
কণ্ঠে কেন সরে না সঙ্গীত ?
হিয়া কেন কাঁপে দুরু দুরু ?
আঁখি হেরে ঘোর আঁধিয়ার !
চঞ্চল মস্তিষ্কে কেন ভাবের অভাব দযাময় ?
দীননাথ, একি পরিতাপ !—
দাসেরে কেন হে সখা, ফেলিয়া বিপাকে
দূরে সরে যাও নিরমম ?

(এমন সময় লছিমা গজেন্দ্র গমনে
বিদ্যাপতির প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া—)

লছি। কত ছল জান খলচূড়ামণি তুমি !
নিজ ভাব-সাগরের তলে দিয়ে ডালি—
সুমধুর ভাবের নির্ঝর, নিজেরে কাঁদায়ে
কান্নু হাস কি কৌতুকে।

(প্রস্থান)

গীত—

বিদ্যাপতি— গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্র জালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী।
জোরি ভুজ যুগ মোরি বেঢ়ল—
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ।

উগ্র। আরে ভণ্ড পাতকী ব্রাহ্মণ!
স্তব্ধ কর রসনা তোমার।
বন্ধ কর আদিরস কলুষ-ঝঙ্কার— !
রাজা, রাজা—কি হেরিছ স্তম্ভিতে দাঁড়ায়ে ?
প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনীয় নহে দোঁহাকাব!
রাজকুলে কলঙ্ক কালিমা—
কামুক পাষণ্ড দিল ঢালি,—
নত করি পাড়িল ভূতলে—
চির উচ্চ শুভ্র রাজশির!
দণ্ড তার কর উচ্চারণ।

শিব। এইমাত্র পুরস্কার প্রদানিনু যারে—
দণ্ড কিবা দিব তারে দেব ?
বিঘূর্ণিত মস্তক আমার—
কৃপাবশে ভাবনার দেহ অবসর !
উন্মাদ করোনা মোরে দেব।

উগ্র। এখনো উন্মাদ হ'তে আছে কিবা বাকি ?
শোন রাজা, রাজগুরু আমি—
সমাজনীতির আমি সনাতন নেতা।
পালহ আদেশ—
দণ্ড দাও পাষণ্ড কামুকে !

শিব। দেব—ক্ষণকাল—ক্ষণকাল—ভিক্ষা চাহি—
ক্ষণ তরে দেহ অবসর।

উগ্র। না—না—উজল গরিমা চন্দ্র
কুলের তোমার—

পাষণ্ডের অনাচারে হলো মসীময়—
দণ্ড তার কর উচ্চারণ
তিল মাত্র বিলম্বে জানিও—
অভিশাপে মোর দগ্ধ হবে তব রাজধানী।
রাজা—রাজা—প্রদান উত্তর!

শিব। প্রাণ দণ্ড—

বিদ্যা। কেন মন, হও বিচঞ্চল?
তুমি:কেবা, কি আছে তোমার?
এই দেহ ধূলি মাত্র উপাদানে—
হ'য়েছে গঠিত,—
মল, মূত্র, পূরীষ আধার!
তাহার রক্ষণে কিবা কাজ?
শিশুকাল ক্রীড়া ছলে গেল,
যৌবন যাপিলি, মূর্খ, স্ত্রীসঙ্গলিপ্সায়,
প্রৌঢ়ে হরি-সাধনা ভুলিযা—
অনুতাপ-অবসর না পেলি দুর্জ্জন!
তাই হরি কৃপা করি কোলে তুলে নিতে—
ভবের দুঃসহ জ্বালা ঘুচাইতে তোর,
মুক্তিপথ দেখাইলা দণ্ডাজ্ঞার ছলে;—
ছি, ছি, ভ্রান্ত মন, দুঃখ কিবা—
উল্লাসে নাচিতে হয়—
আগত দেখিয়া হেন সৌভাগ্য-সংযোগ।

(কাণু ও কিশোরীর প্রবেশ ও গীত)

গীত—

(তোমার) কাজ ফুরল সঙ্গে চলো,—
(তুমি) যেথায় সেথায় আজ নিয়ে যাই।
দুনিয়ার পাথর গায়ে কাঁকর ছুঁয়ে
চলতে বড় ব্যথায়ে ভাই॥
(ও ভাই) ধরার ব্যাধি করতে হরণ,
জীবের দুঃখ করতে বারণ,—
(জঠরের) জ্বালা ভুগে যুগে যুগে
এস হেথা পতিত পাবন।
(করেছ) পাপীর শাসন সুজন পালন
ধরম-তারণ ভাই;
চলহে নিজ আবাসে, এই প্রবাসে—
আরত কোন কাজ বাকি নাই॥

ষষ্ঠ দৃশ্য—

বধ্য—ভূমি।

ঘাতক ও বিদ্যাপতি—

ঘাতক। অপরাধ দিওনা দাসের,—
আজ্ঞাবাহি আমি;—
ব্রাহ্মণ আদেশে—মাত্র অর্দ্ধ দণ্ড প্রতীক্ষা সময়।

ধারণা তাহার—যাহ্ তুমি জানহে ব্রাহ্মণ!
আশঙ্কা তাহার—
বিলম্বে যদ্যপি কোন কৌশল সৃজনে
পুন তুমি লভহে জীবন!

বিদ্যা। স্বকার্য্য সাধহ সাধু—
কর্ণধার সম মোরে লয়ে চল—
ভব পরপারে—
দেখি, সেথা পাই যদি হরি দরশন—
(স্বীয় গ্রীবা-দেশ বেদীর উপর রক্ষা করিলেন)

(লছিমার প্রবেশ ও গীত)

নাহি চাহত সখি ভকতি মুকতি
চিত মাতি রঁহ পদরজে।
জনম জনম জনু শ্রীপদ সেবইতে
(সদা) ঘুরত ফিরত ভব-মাঝে॥
আন বাঁধন পরিহরি
মধুকর যেমতি ফুল মধু পিয়ত,
প্রেম-সুধা পিয়ে বরনারী,
নাহি মজত জনু দুরবল পরাণি
আপাত মধুর মিছা কাজে।
উরগ মুরলি-তানে—মত্ত সতত রঁহ
(জনু) সো বাঁশরী হিয়া মাঝে বাজে॥

ঘাতক। লোল জিহ্বা!
শ্যামা, ভীমা—নৃমুণ্ডমালিনী!
মহা বলি কর মা গ্রহণ!

শোণিত পিপাসা কর দূর !
মা, মা—করালবদনা কালী—

(বলিয়া ঘাতক খড়্গ উত্তোলন করিল। সহসা বিদ্যাপতি কোথায় মিলাইয়া গেল। বধ্যভূমিতে আচম্বিতে শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হইল।)

ঘাতক। রাম ! রাম ! রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে আছ কোথায়—

[উগ্রশর্ম্মার প্রবেশ]

উগ্র। কিংহেতু এ বিকট চীৎকার ?
ক'রেছ ত স্বকার্য্য সাধন ?
কোথা দেহপিণ্ড পাষণ্ডের ?

ঘাতক। কহিতে সে বারতা ব্রাহ্মণ,—
ভয়ে কাঁপে প্রাণ !
নহে হীন ভিখারী ব্রাহ্মণ,—
শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব-প্রধান দ্বিজবর !
যেমতি তড়িতে খড়্গ করি উত্তোলন—
মাতৃনাম উচ্চারিয়া—
বলি পানে চাহিনু কৌতুকে,—
হের দেব—কোথায় ব্রাহ্মণ !
মহেশ্বর স্বয়ং পাতিয়া শির—
খড়্গতলে মোর !
প্রণাম চরণে গুরুদেব !
বৈষ্ণব হননে মাতা তুষ্টা নহে—
রুষ্টা কি তা হ'লে ?
রুধিরে পিয়াস নাহি তাঁর ?

মা প্রেমময়ি! শক্তি স্বরূপিনী!
পরমা বৈষ্ণবীরূপা—অশিব নাশিনী?
বরাভয় কর প্রসারিয়া—
ওই শুন—প্রচারে সাম্যের গীতি,—
বিমুগ্ধ বিশ্বের ভীতি নিবারিতে বামা।

(দ্বন্দ্ব-মিশ্রিত ভয় জনিত বিহ্বল দৃষ্টি,—চঞ্চল চরণে ধীরে দূরে ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিতে করিতে প্রস্থান।)

উগ্র। একি—একি,
দাবানল কেবা জ্বালে মস্তিষ্কে আমার?
শিব, শম্ভু, মহেশ্বর, ত্রিপুর-নাশন!
বৃশ্চিক-দহন-জ্বালা—
তীক্ষ্ণ শেল অনুতাপ বিনা—
অফুরন্ত বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে তব—
নাহি ছিল কিবা অন্যবিধ সরল উপায়—
দৃষ্টিশক্তি দানিবারে—
আমা হেন মোহান্ধ বর্ব্বরে?
বৈষ্ণব কি হেতু শম্ভো, তব ক্রোড়ে পাইল আশ্রয়?
সত্য কিবা তবে,—
হরি-হরে নাহিক প্রভেদ?
সত্য কিবা—
শাক্ত-বৈষ্ণবের ভেদ—মোহের কুহক?
প্রভু! মোহান্ধতা ঘুচাও হে তবে—
ভকতি-শকতি দাও—এ দীন হিয়ায়—
নারায়ণ, তব নাম গাহিতে জগতে—

প্রচারিতে অমোঘ অভেদ মন্ত্র—
দীন-কণ্ঠে প্রভু দাও বল।

(প্রস্থান)

(শিব সিংহের প্রবেশ)

শিব। কৈ, কোথা বন্ধু? সুহৃদ আমার?
ওহো হীন অপরাধী সম
অনাবিল বন্ধুত্বের বিনিময়ে যার
প্রাণদণ্ড উচ্চারিনু কলুষিত হীন রসনায়।

(লছিমার প্রবেশ)

লছি। মহারাজ।
সাধ্য কি তোমার বৈষ্ণবের প্রাণ বিনাশিবে?
ঐ হের সন্মুখে তোমার
মাহেশ্বর স্বয়ং হরষে
বক্ষিছেন বৈষ্ণব ভকতে তাঁর।
কৈ কানু, কৈ লো কিশোরী।
আয় ধেয়ে বেলা ব'য়ে যায়।
জলদের কোলে বসি দামিনী-দীপকে
চল ধেয়ে দেখিতে কৌতুক।

(প্রস্থান)

শিব। মহাদেব। ক্ষমা কর পার যদি।
টেনে তুলে নাও কোলে তব
পাতকীতারণ নাম সার্থক যদ্যপি।
অন্ধ আমি, কি বুঝিব বৈষ্ণবমহিমা,

মহেশ্বর স্বয়ং আদরে যাবে।
শোন—শোন সবে,
আজি হ'তে পদ্মাবতী এ রাজ্যের রাণী।
আমি যাই সুহৃদের পায়ে লুটাইতে।
ভ্রমি দেশ-দেশান্তরে
সুমধুর ভাব গাথা তাঁর—
দীন কণ্ঠে—
নগরে, প্রান্তরে, বনে কবি গান—
কাঁদাইতে পাপী সহ—
পশু, পাখী, তরু লতা গণে।
ঘুচাইতে গুরু হৃদিভার
ভাসি নিত্য তপ্ত আঁখি-জলে।
পাইব কি মার্জ্জনা তাঁহার ?
করুণার অবতার সেই মহাজন,—
পাতকী কি ক্ষমা ভিক্ষা পাইবে না তাঁর।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

শূন্যমার্গে লছিমা, কানু ও কিশোরী।

তন্নিম্নে লেখা

"কাব্য অমৃত"

"কবি অমর!"

(গোপিনীগণের গীত)

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে—
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে ।
সুন্দরী কাহে মোহে সম্ভাষি না বাসি—
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল—
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি ,
ঘট পরবেশে হুতাশে—
শম্ভুহি গরল করু গ্রাসে ।

যবনিকা ।